নয়া হিন্দুর অভিযান

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য এক আনা।

নয়া হিন্দুর অভিযান

রুদ্র তোমার প্রলয় নাচন থামাও থামাও আজ,
ঘটা করে' মাথার ওপর আর ফেলোনা বাজ।
যায় ভারতের গর্ব্ব মান ধ্বংস-নিশান ওড়ে,
দেশজোড়া আজ হাহাকার শোকের কান্না জোড়ে।
খুনের রঙে লাল হ'ল দেশ বিষের বাতাস বয়,
মানুষ-মারার ষড়যন্ত্র ভারতব্যাপী হয়।
ধর্ম্ম গেল সমাজ গেল গেল ইজ্জত মান,
আত্মরক্ষার উপায় নাই নাইরে পরিত্রাণ।
কত হয়েছে সর্ব্বনাশ নারীর ধর্ম্মনাশ,
মত্ত পিশাচ নৃত্য করে দিগ্বিদিকে ত্রাস।
ধর্ম্ম-ছাড়া হয়েছে যারা হিন্দু সমাজ থেকে,
হিন্দু এবার সমাজে তাদের আন্‌ছে আবার ডেকে।
তাদের কিছু দোষ ছিল না বিধির অভিশাপ,
শয়তান করে অত্যাচার তারা করেনি পাপ।
ভট্টপল্লীর সমাজপতিরা বিধান দেছে তাই,
ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর আবার সমাজে হ'বে ঠাঁই।
যেমন ছিল থাক্‌বে তেমন বাঁড়ুয্যে মুখুজ্যে হোক,
বদ্যি, বামুন, কায়েত মাহিষ্য হীন নয় কোন লোক।
যার যেখানে যেমন আসন মান-সম্ভ্রম রবে,
জাত গিয়েছে জাত গিয়েছে কেউ আর না কবে।

(৩)

আজ হিন্দুর গোঁড়ামি গেছে শুনে প্রাণটা নাচে,
কত হিন্দুই লাঞ্ছিত হ'ত হিন্দুজাতির কাছে।
বিলাতে গিয়ে জাত হারাতো সমাজে ছিল না ঠাঁই,
ব্রাহ্মসমাজ উঠ্‌লো গড়ে' চোখে দেখ্‌তে পাই।
আরো কত গুপ্তসমাজ হিন্দুর মাঝে আছে,
হিন্দুর মাঝে থেকেও খাতির নাই হিন্দুর কাছে।
শত বিভক্ত সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন যেই জাতি,
শয়তান তার বুকের খাঁচায় মেরেছে জোরে লাথি।
তাই ভেঙ্গেছে গোঁড়ামি আজ বেশ হয়েছে ভাই!
গুঁড়ো করে দাও সমাজ ভেঙ্গে নূতন পথে যাই।
নূতন করে' হবে জাতির নব অভ্যুদয়,
হিন্দুজাতিকে এমনি বাঁধো এক বাঁধনে রয়।
হরিজন বা তপশীলি বলে' দূরে রেখোনা তারে,
প্রাণ খুলে যেন বর্ণহিন্দুর সঙ্গে মিশ্‌তে পারে।
নোয়াখালিতে গোমর গেছে আর করোন লাজ,
একযোগেতে হিন্দুজাতির দাঁড়াতে হ'বে আজ।
অসবর্ণ বিবাহ চালাও প্রেমের প্রথায় হোক,
দূর হ'য়ে যাক আধুনিকদের বিরহ-জ্বালা শোক।
বামুন, বদ্যি, কায়েত, মাহিষ্য, কামার, কোমর, তাঁতি,
ধোপা, নাপিত, বাগ্‌দি, মুচি, নমঃশূদ্র এক জাতি।
রক্ত সবার মিশিয়ে দিলে শক্ত হ'বে প্রাণ,
সেই যে হ'বে হিন্দুজাতি বাচ্‌বে তাদের মান।

তাদের দাপে কাঁপ্‌বে তখন সারা হিন্দুস্থান,
হিন্দুজাতি বীরের মত কর্‌বে অভিযান।
দেশের শত্রু শির লুটাবে বিদেশী শত্রু যাবে,
ভারতবাসীরা গর্ব্বে তখন স্বাধীনতা ধন পাবে।

নোয়াখালির মেয়ে

মাধব আচার্য্যির গৃহ প্রাঙ্গণ

মাধব ও রমাদেবী

মাধব। গিন্নি, মাটির ঘর এবার ভাঙ্‌বো—পাকা ইমারত গড়ে' তোমাকে খাটের ওপর তুল্‌বো।

রমাদেবী। তাই নাকি! তাই নাকি! কবে আমার সেদিন হ'বে গো—খাট-পালঙ্কে উঠে ঠ্যাঙ্‌ ছড়িয়ে বস্‌বো। বলি, হঠাৎ কিছু গুপ্তধন পেলে নাকি? পাকা ইমারত গড়্‌বে তার টাকা কোথায়?

মাধব। হাঃ—হাঃ—হাঃ! টাকার আবার ভাব্‌না! বস্তা বস্তা টাকা গিন্নি! বস্তা বস্তা টাকা! ভোপা, গোপা, ন্যাপা তিন ছেলে এম এ, বি এ, আই এ পড়ছে। তিন বস্তা টাকা আর তিনশ ভরির গহনা নিয়ে তিনটি রাজকন্যা আমার ঘরে ঢুক্‌বে। পাকা ইমারত কেন হ'বে না গিন্নী? ভোপার সম্বন্ধ ঠিক করেছি—নগদ দশ হাজার টাকা আর একশ ভরির গহনা দেবে। এস গিন্নি দু'জনে আজ নাচি। কি রত্নই সব গর্ভে ধরেছিলে!

(ভূপেনের প্রবেশ)

ভূপেন। আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিন বাবা! ও বিবাহ আমি কর্‌বো না। আমরা সব তরুণ তরুণীরা নতুন সমাজ গড়ে' তুল্‌বো। নোয়াখালির সেই সব ধর্ষিতা নিপীড়িতা কুমারী

মেয়েদের বিবাহ করে' আমরা তাদের সমাজ যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে চাই।

(দূরে সমবেত কণ্ঠে গীতধ্বনি হইতেছিল)

ঐ সব নয়া সমাজের অগ্রদূত আমার বন্ধু বান্ধবীরা গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে।

মাধব। য়্যাঁ! বলিস্‌ কিরে ভোপা! একশ ভরির গহনা—দশটী হাজার টাকা—কনের বাপের ঘাড় মট্‌কে আদায় করবো—সব যে ঠিক্‌ ঠাক্‌! সর্ব্বনাশ করিসনে বাবা! (মাথায় হাত দিয়া ধপাস শব্দে বসিয়া পড়িলেন)

সমবেত গীতধ্বনি করিতে করিতে তরুণ তরুণীদের প্রবেশ

(গীত)

জয় হিন্দ্‌ বল্‌ এগিয়ে চল্‌
চল্‌ হিন্দুজাত!
সমাজ ভেঙে গড়্‌তে হ'বে
আর নাইকো বাত।
গঙ্গাজলে পৈতে ফেলে দে বামুনের ছেলে,
টিকী কেটে গোঁড়ামিতে দেরে আগুন জ্বেলে,
যুগের তালে চরণ ফেলে
মিলিয়ে দেরে হাত!
বাঁচ্‌বে তবে জাত!
ধর্ম্মহানি করে যদি দুষ্ট দুরাচার
নারীর তাতে দোষ নাইকো আর

ধর্ম্মহারা সমাজ-ছাড়া
ফির্‌বে আবার তারা—
ঘুচ্‌বে আঁধার রাত—হ'বে সুপ্রভাত !
এক সমাজে পাত্‌বো আবার পাত।
বিধবা নারী কর্‌ছে আবার নূতন সংসার,
সধবা আবার কর্‌বে বিয়ে পঙ্গু স্বামী যার
দোষ নাইকো তার—
দোষ নাইকো আর !
স্বামীছাড়া লাঞ্ছিতারা যারা পরিত্যজ্যা
আবার তারা হোক্ সমাজে নূতন স্বামীর ভার্য্যা
খাবে নূতন স্বামীর ভাত !
মোরা নয়া হিন্দুজাত !
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ একটুও না রবে,
জাত্‌কে নূতন ঢেলে সাজ্‌তে হ'বে।
বদ্যি, বামুন, কামার কোমর সবাই একটি জাত—
সবার সনে সবাই খাবে ভাত !
নয়া হিন্দুজাত ! মোরা নয়া হিন্দুজাত !!

মাধব। (উঠিয়া) তোমরা কি সবাই নোয়াখালি-মুখো অভিযান চালিয়েছ প্রজাপতির পাখ্‌না উড়িয়ে ? ওরে ভোগা—গোপা—ন্যাপা ! আমার অনেক টাকা যে জলে গেল—আশা ভরসা যে সব ডুবে গেল ! তোদের লেখাপড়া শেখাতে যে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি বাবা !

জনৈক যুবক। দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ লোকের কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেছে—কন্যাদায়ের আসামী হ'য়ে কত লোক ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। তাদের দায় উদ্ধার কর্‌তে হ'বে। আপনারা ত্যাগ স্বীকার না কর্‌লে কে সেই হতভাগিনীদের মুখের দিকে তাকাবে ? টাকা টাকা করে' এখন আর মাথা বেগড়াবেন না।

রমাদেবী। (উঠিয়া) ওরে বাবা, তোমরা সবাই নোয়াখালির মেয়ে বিয়ে কর্‌তে চাও নাকি ?

দ্বিতীয় যুবক। হ্যাঁ—আমরা সবাই নোয়াখালির মেয়ে বিয়ে কর্‌বো। আমরা সব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, যে সমস্ত কুমারী বিশেষভাবে ধর্ষিতা তাদেরকে আমরা উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় কম্পিটিশন করে' বিয়ে চালাব। বিধর্ম্মী শয়তানের অত্যাচারে তারা যে যম-যন্ত্রণা ভোগ করেছে, আমাদের বুকভরা প্রাণের প্রলেপ দিয়ে তাদেরকে আবার সমাজের বুকে টেনে ধর্‌বো।

মাধব। নোয়াখালিতে অত্যাচারের কথায় গায়ে কাঁটা দিয়ে জ্বর আসে—তাদের দুঃখে বুক ফেটে যায় সত্য, কিন্তু নোয়াখালির মেয়েই যদি তোমরা সবাই বিয়ে কর্‌তে চাও, আমাদের মেয়েগুলোর উপায় কি হবে ?

তরুণীর দল। আমরাও নোয়াখালির ছেলে বিয়ে কর্‌বো।

জনৈকা তরুণী। নোয়াখালির যে সমস্ত তরুণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হয়েছে, আমরা তাদেরকে বিবাহ করে' স্বধর্ম্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর্‌বো। আমাদের এ অভিযান, নয়া হিন্দুর অভিযান। সমাজ ভেঙ্গেছে, তাকে নূতন করে' গড়ে' নিবো। সবর্ণ অসবর্ণ বর্ণভেদ না রেখে হরিজন তপশীলি ইতর-ভদ্র জ্ঞান না করে' হিন্দু সমাজের সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করে' আমরা গড়ে তুলবো অখণ্ড এক হিন্দুজাতি। ত্রিশ কোটী মিলিত হিন্দু আমরা যেন একদিন একযোগে উচ্চকণ্ঠে জগতবাসীকে অভিবাদন জানাতে পারি, জয় হিন্দ্‌ !

সকলে। জয় হিন্দ্‌ ! জয় হিন্দ !! জয় হিন্দ !!!

যবনিকা পতন

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের

—অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী, ২। যমরাজার বাঙলায় আগমন, ৩। বাঙালী জব্দ ভাতে, ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরেন, ৫। কনট্রোলের ডামাডোল, ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল, ৭। হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ ৮। কাপড়ে আগুন, ৯। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ, ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি, ১১। আজাদ হিন্দ ফৌজ, ১২। নেতাজীর জন্মোৎসব ১৩। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট, ১৪। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি, ১৫ জয় হিন্দ, ১৬। আজাদ হিন্দ নেকড়ে বাঘ, ১৭। পেট শাসন-ভূড়ি অপারেশন, ১৮। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ১ নং, ১৯। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ২নং, ২০। গৃহযুদ্ধ, ২১। বিষাদ-সিন্ধু, ২২। বউ কথা কও, ২৩। ঐ রে ঐ রাক্ষুসী আসে, ২৪। ভারত ছাড়ো, ২৫। নয়া হিন্দুর অভিযান, ২৬। চাবুক ২৭। স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন, ২৮। বুড়োর কাণ্ড ২৯। এ্যাটম বোমার শতনাম, ৩০। হাস্য রহস্য, ৩১। জয়যাত্রা ৩২। আশার আলো। /০ ও ৵০ মূল্যের এই ৩২ খানি পুস্তক ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা পড়বে।

বাঙালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধের ভয়াবহ কাহিনীর পুস্তকখানি বাহির হইয়াছে—মূল্য দেড় টাকা, ভিঃ পিঃতে সাত সিকা।

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৬৮/১সি রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত